চতুর্থ দার্‌স

الدرس الرابع

অযূঃ

الوضوء

অযূ ব্যতীত নামায কবুল হয় না। যেমন, আবূ হুরায়রা-ﷺ-থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ-ﷺ- বলেছেন,

"অবশ্যই আল্লাহ তার নামায গ্রহণ করেন না, যে অপবিত্র হয়ে যায়, যতক্ষণ না সে ওযূ করে নেয়।" (বুখারী ৬৯৫৪-মুসলিম ২২৫) অনুরূপ ওযূ পর্যায়ক্রমে (ওযূর স্থানগুলো পর্যায়ক্রমে ধুতে হবে আগে-পিছে করলে চলবে না।

ওযূর রয়েছে অনেক মহান ফযীলত। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত (ওযূ করার সময় অন্তরে) এর (ফযীলতের) অনুভূতি নিয়ে ওযূ করা। যেমন, উসমান ইবনে আফ্‌ফান-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ)) [رواه مسلم ٥٧٨]

"যে ব্যক্তি সুন্দর করে ওযূ করে, তার শরীর থেকে এমন কি তার নখের নীচ থেকেও গুনাহ বের হয়ে যায়।" (মুসলিম ৫৭৮) উসমান ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী পরিপূর্ণ ওযূ করে, (তার জন্য) ফরয নামাযগুলি তাদের মধ্যবর্তী সময়ে ঘটিত পাপসমূহের জন্য কাফ্‌ফারা হয়ে যায়।" (মুসলিম ২৩১)

অযূর পদ্ধতি

১। অন্তরে ওযূর নিয়ত করবে, মুখে নয়। কারণ, নিয়ত হলো, অন্তরে উদীয়মান কোন কাজ করার পরিকল্পনার নাম। অতঃপর "বিসমিল্লাহ" বলবে।

২। তারপর হাতের তেলোদ্বয়কে কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোবে।

৩। অতঃপর তিনবার কুল্লি করবে ও নাকে পানি নিয়ে নাক ঝাড়বে।

৪। অতঃপর মুখমন্ডলকে এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে এবং মাথার চুল গজানোর স্থান থেকে দাড়ির নিচে পর্যন্ত প্রস্থে তিনবার ধোবে।

৫। অতঃপর হস্তদ্বয়কে আঙ্গুল থেকে কুনুই পর্যন্ত তিনবার ধোবে। প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত।

৬। অতঃপর ভিজে হাত দিয়ে মাথায় একবার মাসাহ করবে। মাথার অগ্রভাগ থেকে আরম্ভ করে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে আবার অগ্রভাগে ফিরিয়ে এনে ছেড়ে দেবে।

৭। অতঃপর উভয় কানের একবার মাসাহ করবে। উভয় হাতের তর্জনী আঙ্গুলকে উভয় কানের ভিতরের অংশে প্রবেশ করিয়ে ভিতরের দিক এবং বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা কানের বাইরের দিক মাসাহ করবে।

৮। অতঃপর উভয় পা-কে তিনবার আঙ্গুলের ডগা থেকে গাঁট পর্যন্ত ধোবে। প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা।

৯। অতঃপর ওযূর পর পঠনীয় সুসাব্যস্ত দুআ পাঠ করবে। আর তা হলো, 'আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মা- দান আ'বুদুহু অ রাসূলুহু'। উমার ইবনে খাত্তাব-ﷺ- থেক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺবলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই সুন্দর করে ওযূ করে। তারপর বলে, 'আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আন্না মুহাম্মাদান আব্দুল্লাহি অ রাসূলুহু' তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যায়। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে।" (মুসলিম ২৩৪)